## কৌশিক চক্রবর্তী

**চার**

গলির মুখের কুয়াশা মুছতে মুছতে শুধু ছুটে চলে অ্যালার্ম এক্সপ্রেস

ইতিউতি হাতনাড়ছি, গোলবর্ণ কদম্বের বনে, ওপরে প্লাস্টিক মেঘ
তুমি বুঝি এভাবেই দেখতে পেয়েছে রুপোলি জলবিন্দু, পুজোর নতুন গান
প্রতিদিন চাঁদ শুষে নিতে জলার ভেতর থেকে খুঁড়ে তুলেছি কালো
উন্মাদ শিশুদের হাড়গোড়, ফালাফালা বিষ ও তীরধনুকের রাত,
তবু যে ক্লান্তিকর এই দৌড়, তার কারণ হয়ত মুখ্য ছুটি কাটানোর বিফল
একা একা গলিতে বেড়ানো; সন্ধে হয়ে আসবার আগে সিঁড়ি দিয়ে
উঠেছি আকাশে, মেঘ ঠেলে দিতে দিতে কতবার দু'একটা নুড়ি
ওধারে ফেলেছি, তুমি কি দেখেছ তা-ও, ফাঁস আলগা, মুখের ভেতর জিভ
উয়ু লালা, দমবন্ধ করে ফেলে গেছ মিশমিশে কালোকুলো কুলুঙ্গির খাঁজে...
কান্নায় অস্থির আমি, হাত বাড়িয়েছি সেই শরীরের জ্বালাপোড়া মলমের দাঁড়ে

এবার তা হলে শেষ, অন্ধকার নৌকোগুলো দেশ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাও

**পাঁচ**

এবার তা হলে শেষ অন্ধকার, নৌকাগুলো দেশ থেকে প্রত্যাহার করে, নিয়ে যাও

আমায় সাময়িক এই বিমর্ষকাহিনির মলাট থেকে, এই সিনেমা হল
চালমাপা আলোর ঝিলিক, কোথাও একবর্ণ বসবার জায়গা খালি নেই
কেন যে বৃদ্ধ পাখি বিগতজন্মের এক রক্তপতনের কথা বলে,
ডাকটিকিটের গন্ধ বারংবার ছুঁয়ে যায় কপালে, শরীরে; কালবেলা
কী আশ্চর্য কালবেলা, আমি তো এই গ্রামোফোনের সামনে বসে
ঘুমোতে ভালোবাসি, কৃষ্ণগহ্বর থেকে বাজার পর্যন্ত এসে আরো একবার
পাঁজরের ভেতরে ঢুকে যাই। কেন যে একটানা তেঁতুলপাতাটি নিয়ে
উত্তেজিত করার মতন করে বুলিয়ে চলো করোটির সীমান্ত প্রদেশে
জলছবি দিয়ে জামাকাপড়ের গায়ে ছিটছিট এঁকে দাও বিস্ময়ের ভিজিটিং কার্ড
চায়ের বেঞ্চিতে বসে হাত নাড়তে নাড়তে, চাঁদ লিখে রাখে।

বৃষ্টিপতনের ১৩৫° কোণে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছে

## আয়না

দিলীপ দে

আয়নার নিজস্ব কোনো ভাবনা নেই
সে যে -যার নিজের মুখ ফিরিয়ে দেয়,
তবে বাঁ হাত ডানদিকে চলে যায় কেন
(সঙ্গে আরও কিছু অঙ্গ নিয়ে)
তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ না চাওয়াই ভালো।
চাইলে
যুক্তির জালে বন্দি আয়না B চূর্ণ হয়ে যাবে,
সে A-টা কর O-টা কর বললেই তখন
হুকুমনামা অস্বীকার করবে।
আয়না কারোর  K-গোলাম নয়!

## লুকোনো এক্কায়

অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়

মাদক প্রসূত এই ফিরে আসা। যে রাস্তা দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেশা নামছে।
কেবল পশ্চিম বলে হলুদের মেঘ। সবুজের আনন্দ ছিল ফিরে
আসায়। রেড রোডে এই এখন চিনছি সেতু পরবর্তী সূর্যের অস্ত।
একটা বেসামাল নিয়ে। ট্রাম লাইনে চাকা গড়িয়ে যেমন ফিরে
যাওয়া যায়। কোথাও।

পাশেই কবরখানা। জবরদস্ত বিকেলের পাপড়ি খুলছে পায়ে। হাতে।
সাবাস জানাচ্ছে পেছনের ছায়া। সামান্য সরে আসাও।
কারা চলে যাচ্ছে চার্চের ভেতর। অনেক ভেতরে। আসলে এখন শীত।
মৌনতায় শীতাভ হয়ে উঠলো ব্রথেল। স্বীকারুক্তি তার সারাক্ষণ
কোথাও না কোথাও ডুবো জাহাজ। আড্ডার অথৈ ছেড়ে নোয়ানো পিয়ানোর
দিকে। সুর হতে চাইলো সন্ধ্যা। কপাল কে চারমিনার ভেবে।

চেরী গলে গলে টোবাকো। পুড়ছে। দুঃখ ...দুঃখ

আলো জ্বললে শহর সুন্দরী লাগে। আর মাদকের দেশে
কবর স্থানে ঘুমোতে যাবে আত্মারা। ঘুম পর্যন্ত। তোমাকে সকাল করে।

## রাতের কোলাজ

ইন্দ্রনীল বিশ্বাস

চকিত চমক থেকে উড়ে যাচ্ছে সকালের রোদ
হাওয়া বাড়ির ছাদই তার একমাত্র আশ্রয়
তখনও ফিকে হয়ে না আসা ওড়া কাপড়
ধরে রাখে রোশনাই, বৈবাহিক ওম

আশ্রয় শব্দে পুরে দেওয়া যাবতীয় লবণ ধুয়ে নিচ্ছে ফেনিল সময়...এই নির্মাণের মধ্যেই
তার বনবাস...তার শিকার, শিকারাও...তবুও হরিণের অভাবে সে বেরিয়ে পড়ে...

যা সত্যিই আর ছোঁয়া গেল না সেই রোদে
দীর্ঘ পরত ফেলে মিলিয়ে যায় পাশের দেয়ালে
মিশতে মিশতে পরশির যাবতীয় মুদ্রায়
জমে উঠেছে পরকিয়া, শেওলা সহবাস

বনবাস আসলে স্খলিত...যাপন অভ্যাস যাকে প্রণাম করেনি...কিংবা তারই মত কোনো
দেয়াল... খুঁজে পাওয়া যায় নি... পর্ব উদ্ধারেও...অথচ সে পাশের দেয়ালে রেখে যাচ্ছে
দাগ... রোদ...